দৈনিক ইনকিলাব

158 22 MAY 1997
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ ও কিছু বক্তব্য

দেশের ৩৮ হাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ বিদ্যালয়ে শিক্ষক স্বল্পতা লেগেই রয়েছে। বিশেষ করে পল্লীর ৮৫ ভাগ বিদ্যালয়ে এ সংকট প্রকট হিসেবে দেখা যায়। পল্লীর উন্নয়নপ্রাপ্ত বিদ্যালয় ছাড়া, অন্যান্য বিদ্যালয়গুলোতে ২/১ জনরে অধিক শিক্ষক নেই। আবার কোন কোন বিদ্যালয় বহুকাল ধরে প্রধান শিক্ষক ছাড়াই চলছে। এমনও দেখা গেছে যে, বহু বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পদ ১০/১২ বছর ধরে শূন্য রয়েছে। পল্লীর বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক শূন্যতার কারণ হয়েছেঃ (১) শিক্ষকের বদলী, (২) অবসর গ্রহণ, (৩) অন্যত্র চাকরি গ্রহণ ও (৪) মৃত্যু। উল্লেখিত কারণে যে কোন একটি পদ শূন্য হলে ওগুলো আর সহজে পূরণ করা হয় না। এমনও দেখা যায় যে, শিক্ষক বিদেশে নিয়ে ৫/৬ বছর চাকরি করে ফিরে এসে পুনরায় ঐ পদে চাকরি গ্রহণ করছেন। তাহলে প্রশ্ন, এসব বিদ্যালয়ে কিভাবে লেখাপড়া হয়?

দেশের পল্লী এলাকায় প্রায় পল্লীতেই একাধিক বিদ্যালয় রয়েছে। এমনও গ্রাম রয়েছে, যেগুলোতে একাধিক বিদ্যালয়। শুধু নামেমাত্র যুগ যুগ ধরে চালু আছে। ঐসব বিদ্যালয়ে শিক্ষক থাকলেও, ছাত্র সংখ্যা খুবই কম। অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, পল্লীর কোন কোন বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাতরী কম থাকলেও শিক্ষক সংখ্যা ২/৩ জনের কম নয়। ঐসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ— ভুয়া ছাত্র সংখ্যা দেখিয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা অফিসারকে মাস মাস সেলামী দিয়ে বেতন নিচ্ছেন। এ ধরনের বিদ্যালয় বৃহত্তর সিলেটের প্রায় পল্লীতেই রয়েছে। বিশেস মহলের স্বার্থে এককালে ঐ সব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

আমরা মনে করি, উক্ত একাধিক বিদ্যালয়গুলোকে একত্রিত করে চালু করলে এক দিকে যেমন বাড়তি শিক্ষকের সংস্থান হবে, অন্যদিকে বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার উত্তম পরিবেশ সৃষ্টি হবে। এছাড়া বহু গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি বালিকা বিদ্যালয়ও চলছে। ঐ সব বালিকা বিদ্যালয়ের অবস্থা বড়ই করুণ। কারণ, গ্রামের বালক বিদ্যালয়ে কিছু ছাত্র-ছাত্রী পাওয়া গেলেও বালিকা বিদ্যালয়গুলো— মাসের পর মাস এমনকি বছরের পর বছর ছাত্রীবিহীন অবস্থায়ই পড়ে থাকে।

আমাদের মতে, কোন গ্রামে একাধিক বিদ্যালয় থাকলে ওগুলো একাধিক করে চালু করলে বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক সংকট দূর হবে। ঐসব বিদালয়ে আর নতুন শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজন পড়বে না। স্বাধীনতার পর ঐসব বিদ্যালয়কে একত্রিত করে চালু করার দাবী জানালেও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্মকর্তা তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশংকায় ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। এছাড়া কোন বিদ্যালয়ের পাশাপাশি ভিন্ন গ্রামে কোন বিদ্যালয় থাকলে ওগুলোও একত্রিত করে চালু করা একান্ত অপরিহার্য। তাহলে এ ক্ষেত্রেও বাড়তি শিক্ষকের সংস্থান হবে এবং ঐ সব শিক্ষককে অন্য বিদ্যালয়ে নিয়োগ করা সম্ভব হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্যার আজও সামাধান হয়নি। এদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অচলাবস্থার কারণে উচ্চ শিক্ষাও দারুণভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে। সুতরাং উল্লেখিত বিষয়াদি বিবেচনায় প্রাথিমক বিদ্যায়লগুলোকে সরকারী ও বেসরকারী এ দু'টি স্তরে বিভক্ত করে চালু করলে সব সংকটের নিরসন হবে বলে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাশা করা যায়।

—আবু মোহাম্মদ আদীল